অপরকে চালাতে পারবেন না। অপরকে কেমন করে দূরে থেকে নিজের মত চালানো যায় তার উদাহরণ আগে পেয়েছেন ওকলাহোমায় আলফ্রেড মার বিল্ডিং এর বিস্ফোরণে। তবে ওটা ছিল খুব ছোট মাপের পরিচালনা। একটু বড় মাপের পরিচালনার কথা বলা যাক এবার। সন্দেহ প্রকাশ করার মত কারণ নিশ্চয় আছে যে ইরাকের সাদ্দাম হোসেন এই রকম একজন দূরে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রপ্রধান, কারণ হিসাবে এইটুকু কি যথেষ্ট নয় যে আমেরিকান গুপ্তচর উপগ্রহ এতই সক্রিয় যে মধ্যপ্রাচ্য কোন মরুভূমির মাঝে কোন বেদুইন কি করছে সেটা অজানা থাকে না গুপ্তচর উপগ্রহের কল্যানে। আর সাদ্দাম হোসেন হাজার হাজার কামান ট্যাঙ্ক নিয়ে কুয়েত দখল করল সেটা কি না মার্কিন গুপ্তচর উপগ্রহ এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা গুপ্তচর বিভাগ ডি. আই. এ, যারা সি. আই. এর থেকে দশগুণ শক্তিশালী সংগঠন, তারা জানতেই পারল না যে সাদ্দাম কুয়েত দখল করতে চলেছেন? আসল ব্যাপারটা ছিল কিন্তু অন্য রকম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা প্রচন্ড প্রভাবশালী অস্ত্র নির্মাতা লবি আছে যারা মার্কিন জনমত বা বিচার ব্যবস্থার তোয়াক্কা করে না, এরা অনেক দিন ধরেই মার্কিন যুদ্ধ দপ্তর পেন্টাগনকে বোঝাচ্ছিল যে একটা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথম প্রয়োজন এই, যে সমস্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তারা পেন্টাগনকে সাপ্লাই করেছে সেগুলোর প্রত্যক্ষ পরীক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে করা দরকার। দ্বিতীয় প্রয়োজন এই, যে সমস্ত পৃথিবীকে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে আমেরিকা কত শক্তি ধরে এবং রাশিয়ার পতনের পর পৃথিবীর একমাত্র সুপার পাওয়ার। ঠিক তখনই অত্যন্ত গোপন পরিকল্পনায় একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হয় সমস্ত পৃথিবীকে আমেরিকায় শক্তি দেখিয়ে দেবার জন্য। খুবই আশ্চর্য্যর ব্যাপার, মার্কিন রাষ্ট্রপতি, প্রতিরক্ষা সচিব বা মার্কিন নৌবহর, বিমান বহর বা সামরিক বাহিনীর পরিচালকদের অবধি জানানো হয় নি একটা যুদ্ধ বাধানো হতে চলেছে, কারণ তাতে যুদ্ধ বাধতো না। অথচ যুদ্ধ বাধানো একান্ত প্রয়োজন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করার এবং ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর প্রয়োজনে। রিমোট কন্ট্রোল ডাটা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে ইরাকের সাদ্দাম হোসেন হচ্ছেন উপযুক্ত ব্যক্তি যাকে স্বচ্ছন্দে দূরে নিয়ন্ত্রিত সাইকোট্রনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করা যাবে একটা যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং সাদ্দামকে এইভাবে পুতুল নাচের পুতুলের মত পরিচালিত করা হয়েছিল কুয়েত দখল করাতে। তারপর উপসাগরীয় যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর একমাত্র সুপার পাওয়ার হিসাবে আমেরিকা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই জাতীয় দূরে নিয়ন্ত্রিত মন নিয়ন্ত্রণ বা মাইন্ড কন্ট্রোল টেকনোলজি নিয়ে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রতিবাদ হয়েছে। প্রতিবাদ করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের ইলেকট্রনিক সার্ভিলেন্স প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত প্রাক্তন বৈজ্ঞানিকরা, যেহেতু প্রতিরক্ষা ল্যাবরেটরীতে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে কাজ করতে হয় সেহেতু কর্মজীবনে তাঁরা প্রতিবাদ করতে পারেন নি। চাকরি পরবর্তী জীবনে তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ তুলেছেন মার্কিন নাগরিকদের ওপর সাইকোট্রনিক প্রয়োগের। মার্কিন সেনেটের জন গ্লীন যিনি সেনেট কমিটি অন গভর্নমেন্ট এ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান ছিলেন,তিনি অবধি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন যে নৃশংসতা প্রকাশ হয়েছে মার্কিন নাগরিকদের ওপর সাইকোট্রনিক প্রয়োগে, তার বিরুদ্ধে। এ্যাসোসিয়েশন অফ ন্যাশানাল সিকুরিটি এলুমনি, ইলেকট্রনিক সার্ভিলেন্স প্রজেকটের ডিরেকটর শ্রীমতি জুলিয়েন ম্যাকফিন,১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেনেটর গ্লীনকে ষোলটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন এই নৃশংস বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে, তিনি কোন উত্তর পাননি। উল্টে তাঁর সংগঠনেই তিনি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন এবং তাঁদের অফিসের কোন অস্তিত্বই আর নেই। এই সংগঠন এবং শ্রীমতি ম্যাকফিনির বিরুদ্ধে ভয়ংকরতম সাইকোট্রনিক প্রয়োগ করা হয়েছে বলেই ঐ সংগঠনের সংগঠকদের ধারণা। এবং একই পদ্ধতির প্রয়োগে পৃথিবীর বহু প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব এবং সংগঠনকে মুছে ফেলা হচ্ছে।